৩৪

প্রথম আলো

তারিখ JUL 17 2006
পৃষ্ঠা ২ কলাম

একই মেধার হয়েও বয়সের ফাঁদে কলেজ ভর্তিতে বৈষম্য

মেধাবী ছাত্র ফারহান এবং সোহান দুজনেই চতুর্থ বিষয় ছাড়া (গোল্ডেন জিপিএ নামে পরিচিত) এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে। রাজধানীর নটর ডেম কলেজে ভর্তির জন্য উভয়ে আবেদন করলেও একজন ভর্তি হতে পারবে, অপরজন বঞ্চিত হবে। কারণ, তাদের বয়সের ব্যবধান প্রায় দুই মাস। কনিষ্ঠ হওয়ায় সোহান ভর্তি হতে পারবে না—একই মেধার হয়েও ফারহান ভর্তির সুযোগ পাবে।

এ বঞ্চনা শুধু সোহানের বেলায় নয়, নটর ডেম কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে সমান যোগ্যতাসম্পন্ন জিপিএ-৫ পাওয়া (গোল্ডেন জিপিএ) ৮৩৬ জন ছাত্র কেবল বয়সের কারণেই বাদ পড়বে। কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিন ডি কস্তা জানিয়েছেন, এক দিন পরে জন্ম নেওয়ায় সমান মেধার হলেও বেশ কিছু ছাত্র তাদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না।

নটর ডেম ছাড়াও রাজধানীর অভিজাত ও নামীদামি কলেজে মেধাবী ভর্তিচ্ছুদের অনেকেই স্রেফ বয়স বিবেচনায় বাদ পড়বে। অন্য কলেজগুলোতেও শিক্ষার্থীদের অনেকে বয়সের ফাঁদে পড়ে ভর্তির সুযোগ হারাবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভর্তির ক্ষেত্রে এবার কোনো রকম লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। ভর্তিতে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি ঠেকাতে এ বছর এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কেউ এর ব্যতিক্রম করলে বেসরকারি কলেজে পাঠদানের অনুমতি, প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি এবং এমপিওভুক্তি বাতিল করা হবে। আর সরকারি কলেজের বেলায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নতুন নিয়মে নির্ধারিত আসন পূরণে একাধিক প্রার্থী হলে প্রথমে অগ্রাধিকার পাবে ৯টি বিষয়ে এ-প্লাস পাওয়া শিক্ষার্থী; এরপর পর্যায়ক্রমে আট, সাত, ছয় বিষয়ে এ-প্লাস পাওয়া আবেদনকারীরা অগ্রাধিকার পাবে। বিজ্ঞান বিভাগে সমানসংখ্যক বিষয়ে এ-প্লাস প্রাপ্তদের মধ্যে সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে এই মান এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

বয়সের ফাঁদে কলেজ ভর্তিতে বৈষম্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাওয়া শিক্ষার্থীরা অগ্রাধিকার পাবে। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, মধ্যম ও নিম্নমানের কলেজে এ নিয়ম অনেকটা কাজ করবে। কিন্তু অভিজাত কলেজে একই মেধার শিক্ষার্থী বাছাই করতে এবার জন্মতারিখ দেখতে হবে, যেমনটি হচ্ছে নটর ডেম কলেজের ক্ষেত্রে।

নটর ডেমে বিজ্ঞান বিভাগে আসন রয়েছে ১ হাজার ১৩০টি। কিন্তু চতুর্থ বিষয় ছাড়াই জিপিএ-৫ পাওয়া ১ হাজার ৯৬৬ জন এখানে ভর্তির আবেদন করেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ একই মানের বাকি ৮৩৬ জনকে কীভাবে বাদ দেবে, তা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন।

কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিন ডি কস্তা প্রথম আলোকে বলেন, সরকার যেহেতু এ ধরনের পরিস্থিতিতে বয়সের ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করার সিদ্ধান্ত দিয়েছে, সেহেতু তারা এটা অনুসরণ করবেন। তবে তার মনে হয়েছে, বয়সের কারণে যারা বাদ পড়বে, তাদের অনেকেই তুলনামূলকভাবে বেশি মেধাবী। এরা কম বয়সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, লেখাপড়ায় ছেদ পড়েনি। অধ্যক্ষ জানান, সে ক্ষেত্রে কনিষ্ঠরা বঞ্চিত হচ্ছে কি না, সেটি বিবেচ্য বিষয়।

রাজধানীসহ দেশের নামকরা কলেজগুলোতে ইতিমধ্যে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডগুলোর নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী ৭ আগস্টের মধ্যে বিলম্ব ফি ছাড়া কলেজে ভর্তি হওয়া যাবে। একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হবে ৮ আগস্ট। রাজধানীর ভিকারুননিসা, হলিক্রস, রেসিডেন্সিয়াল মডেল, আইডিয়ালসহ ঢাকার নামকরা বেশ কিছু কলেজে বিদ্যালয় শাখা থেকে জিপিএ-৪.৫০ থেকে ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের অনেকে একই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। যত মেধাবীই হোক, মহাশগরীর বাইরের ১০ শতাংশ কোটা ছাড়া এসব কলেজ অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে না।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে আসন রয়েছে ৫৬০টি। কিন্তু বিদ্যালয় শাখা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৪৬ জন ছাত্রী। এ ছাড়া মহানগরীর বাইরে থেকে ১০ শতাংশ ছাত্রী ভর্তি করতে হবে। সে ক্ষেত্রে ভিকারুননিসা স্কুল থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া সব ছাত্রী তাদের নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে।

কলেজের অধ্যক্ষ রোয়েনা হোসেন প্রথম আলোকে জানান, তার প্রতিষ্ঠানে মহানগরীর বাইরের ১০ শতাংশ কোটা ছাড়া ঢাকার অন্য বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী ভর্তির সুযোগ খুবই কম। তিনি জানান, বৈধ অভিভাবকের তত্ত্বাবধান ছাড়া তিনি ঢাকার বাইরের কোটায় ছাত্রী ভর্তি করবেন না। কারণ, একজন ছাত্র চালাতে পারে, কিন্তু ছাত্রীর পক্ষে সেটি এখনো সম্ভব নয়।

অভিভাবকরা সাধারণত সন্তানের বয়স ছয় মাস বা এক বছর কমিয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে থাকেন। এসব শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকের এখন মাথায় হাত পড়েছে। কারণ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ বছর মৌখিক পরীক্ষা থাকবে না। তিন বছর ধরে নির্ধারিত আসনের বিপরীতে একই জিপিএপ্রাপ্ত একাধিক আবেদনকারীকে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করা হতো। কিন্তু এ বছর মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মৌখিক পরীক্ষা নয়, এ ধরনের পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বয়স ধরে জ্যেষ্ঠ ছাত্রকে ভর্তি করতে হবে।

শিক্ষকরা জানিয়েছেন, কলেজ ভর্তির ক্ষেত্রে প্রথম ও ব্যতিক্রমধর্মী এমন সিদ্ধান্তে 'কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ' অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। যেসব অভিভাবক ইচ্ছা করে সন্তানের বয়স কমিয়েছিলেন, তারা এখন হা-হুতাশ করছেন। এ ছাড়া যেসব ছাত্র একই ক্লাসে দুই বছর কাটিয়েছে অথবা কোনো কারণে কারও পড়াশোনায় ছেদ পড়েছে, তারা এখন বেশ খুশি। এমনকি যেসব শিক্ষার্থী মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিয়ে ভালো করেছে, তাদের অনেকে বয়সের ভিত্তিতে ভর্তির সিদ্ধান্তে এবার উপকৃত হবে।

অবশ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কোনো সিদ্ধান্তে সবাই খুশি হতে পারে না। লিখিত পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়ার পর মৌখিক পরীক্ষা চালু করলেও ভর্তিপ্রক্রিয়া থেকে অনিয়ম পুরোপুরি যায়নি। মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, সরকার জন্ম নিবন্ধনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। কলেজ ভর্তির ক্ষেত্রে এ নিয়ম অভিভাবকদের সন্তানের সঠিক জন্মতারিখ উল্লেখ করতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মোহাম্মদ মইনুদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, গ্রেড পয়েন্টের ভিত্তিতে ভর্তির ক্ষেত্রে যেখানে জটিলতা সৃষ্টি হবে, সেখানেই কেবল বয়স বিবেচনায় আনা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বয়স কম দেখিয়ে যারা সন্তানকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলেন, তাদের কেউ কেউ হতাশ হবেন। তবে এ সিদ্ধান্ত অভিভাবকদের সচেতনতা বাড়াবে।

উল্লেখ্য, এ বছর সাতটি শিক্ষা বোর্ডে মোট ২৪ হাজার ৩৮৪ জন ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এদের মধ্যে চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ হাজার ৭৬৪ জন। ঢাকা বোর্ডে সর্বাধিক সংখ্যক ৮ হাজার ৩৪৮ জন ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এদের মধ্যে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর ছাড়া সব বিষয়ে এ-প্লাস